ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা মঙ্গলবার, ২৮ শ্রাবণ ১৪১৫, ১২ আগস্ট ২০০৮

শারীরিক শিক্ষার ধস ঠেকাতে করণীয়

ড. এম. আজিজুর রহমান

শরীর, মন ও মেধার সমন্বয়ে মানুষ। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা, উৎপাদনশীল কর্মক্ষমতা এবং সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্যের সাথে সুস্থ দেহ ও মনের সংমিশ্রণে মানুষ রূপান্তরিত হয় মানবসম্পদে। উন্নত মানবসম্পদ সৃষ্টিতে শারীরিক ও ক্রীড়া শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পরিবার, সমাজ ও কর্মক্ষেত্রের দায়-দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মনীতি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা। এর সবটুকুই সব সময় শ্রেণী কক্ষের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে অর্জন করা সম্ভব নাও হতে পারে। শ্রেণী কক্ষের বাইরে বিভিন্ন খেলাধুলা ও শরীর গঠনমূলক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব, সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, সহমর্মিতা ও খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব গঠিত হয়। একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরীর জন্য এ বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া জন্মগতভাবে মানুষ বিনোদনপিপাসু। শারীরিক ও ক্রীড়া শিক্ষার উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের এই সহজাত পিপাসা পূরণ করে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটানো যায়। আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি অর্জনের ক্ষেত্রে ক্রীড়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য। ক্রীড়া শিক্ষা ও ক্রীড়াঙ্গন উন্নয়নকল্পে প্রয়োজন এতদসংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। শারীরিক ও ক্রীড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমানে যে অবহেলা পরিলক্ষিত হচ্ছে তা কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ সম্পর্কিত সূচিন্তিত কিছু সুপারিশই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১,০৭,৫৫৬। এর মধ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭,৬৭২টি, রেজিস্টার্ড, নন-রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯,৬৮২টি, নন-রেজিস্ট্রার্ড, নন-গভর্নমেন্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯০৬টি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমতুল্য অন্যান্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২২,০৯৭টি। অর্থাৎ শুধুমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা আলাদা করে হিসাব করলে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৮০,৩৯৭। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ ও মাদরাসার সংখ্যা প্রায় ২৬,৯৯৮টি। এর মধ্যে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ১৮,৫০০, স্কুল এন্ড কলেজ ৬৩৮, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ ১,১৭৫, দাখিল মাদরাসা ৬,৬৮৫, আলিম মাদরাসা ১,৩১৫। প্রতিটি স্কুলে ১টি ক্রীড়া শিক্ষকদের পদ রয়েছে। এই শূন্যপদ পূরণে সমসংখ্যক বিপিএড ডিগ্রীধারী শিক্ষক প্রয়োজন। এর বিপরীতে কম-বেশী ২৫,০০০ শিক্ষকের বিপিএড ডিগ্রী রয়েছে। তাই (১,০৭,৫৫৬-২৫,০০০)=৮২,৫৫৬টি শূন্যপদ পূরণের জন্য অবিলম্বে সমসংখ্যক বিপিএড ডিগ্রিধারী শিক্ষক দরকার।

রেজিস্টার্ড স্কুল ছাড়াও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং কিন্ডার গার্টেনের সংখ্যা কত, তার কোন পরিসংখ্যান আমাদের হাতে নেই। আবার শহরে-বন্দরে ঘনবসতিপূর্ণ ব্যস্ত এলাকায় কতগুলো স্কুল দুই শিফটে কার্যক্রম পরিচালনা করে, তার কোন পরিসংখ্যান জানা নেই। শুধুমাত্র স্কুলগুলোতেই যে শারীরিক শিক্ষকের প্রয়োজন হয় তা নয়, বিভিন্ন ধরনের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে বিপিএড প্রশিক্ষণধারী শিক্ষক প্রয়োজন হয়। এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুব বেশী নয়, মাত্র ১৬১টি। যেমন সরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সংখ্যা ১৪টি, বেসরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সংখ্যা ৮৫টি, সরকারী কারিগরি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সংখ্যা ১টি, সরকারী ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সংখ্যা ৫টি এবং মাদরাসার টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের সংখ্যা ১টি। এসব প্রতিষ্ঠানে একজন করে ক্রীড়া শিক্ষকের প্রয়োজন হলে এ খাতে ১৬১ বিপিএড ডিগ্রিধারী শিক্ষক দরকার। তাই রেজিস্টার্ড প্রথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বিভিন্ন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, রেজিস্টার্ডবিহীন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও কিন্ডার গার্টেন এবং দুই শিফটে পরিচালিত রেজিস্টার্ড স্কুলগুলোকে বিবেচনায় আনলে ন্যূনতম ১ লাখ বা তার বেশী বিপিএড ডিগ্রীধারী শিক্ষক এ মুহূর্তে প্রয়োজন।

ব্যান বেইসের তথ্য অনুযায়ী (http:/www.banbais.gov.bd-bb/) সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে মাত্র ২৭টি বিপিএড কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে সরকারী ৪টি কলেজে ছাত্র সংখ্যা ৬৮৮ জন এবং বেসরকারী ২৩টি কলেজে ছাত্র সংখ্যা ২৭৩৪ জন। অর্থাৎ প্রতিটি কলেজে গড়পড়তা ছাত্র সংখ্যা ১২৬। আগেই বলা হয়েছে, স্কুল কলেজগুলোতে ক্রীড়া শিক্ষকের প্রায় ১ লাখ শূন্যপদ রয়েছে। এই পদ পূরণের জন্য ২৭টি কলেজ যথার্থ নয়। তারপরও যদি এ কলেজগুলোর মাধ্যমে এ বিশাল শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগ নেয়া হয় তবে এর জন্য প্রায় ৩০ বছরের বেশী সময়ের প্রয়োজন হবে, যা নিতান্তই কল্পনাপ্রসূত ব্যাপার। তাই অবিলম্বে শারীরিক ও ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

বাংলাদেশের শারীরিক ও ক্রীড়া শিক্ষক সংকটের একটি প্রধান কারণ হল প্রশিক্ষণ কলেজের স্বল্পতা। অতি সম্প্রতি আরও একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে, যার নাম নিবন্ধন পরীক্ষা। শিক্ষকতার যোগ্যতা অর্জনে সাধারণ শিক্ষকদের ধাঁচে ক্রীড়া শিক্ষকদেরকেও ২০০ নম্বরের নিবন্ধন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হচ্ছে। নিবন্ধন পরীক্ষায় পেশাভিত্তিক ও তত্ত্বীয় জ্ঞানে ১০০ নম্বর এবং সাধারণ জ্ঞানে ১০০ নম্বর বরাদ্দ আছে। কিন্তু এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শারীরিক শিক্ষকদের পারদর্শী হতে হয় খেলাধুলায়। এ পারদর্শিতা প্রমাণের জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষা দরকার। কিন্তু নিবন্ধনে ব্যবহারিক পরীক্ষার ওপর গুরুত্ব না দিয়ে সাধারণ শিক্ষকদের মত বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। এ বিষয়টি তাদের জন্য বিব্রতকর। খেলাধুলা তাদের জীবনের নেশা ও পেশা। জাতীয় পর্যায়ের অনেক সনদ ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত খেলোয়াড় বিপিএড ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও নিবন্ধন পদ্ধতির প্রতিবন্ধকতার কারণে শিক্ষকতার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন না। আমরা জানি, জাতীয় পর্যায়ে খেলোয়াড়দের পাবলিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া হয়। অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষার্থীদের মত সব বিষয়ে তাদের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয় না। কিন্তু ক্রীড়া শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এ ধরনের ছাড় তো দেয়াই হয় না, উপরন্তু ব্যবহারিক বিষয় যা তার পেশার জন্য বিশেষ দরকার সে বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ না দিয়ে সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষার বাড়তি বোঝা তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীরা বিপিএড ডিগ্রী গ্রহণের ক্ষেত্রে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। এজন্য দুটো ক্ষেত্রে সংশোধন অতি জরুরী। প্রথমত বিপিএড সিলেবাসের সংস্কার করে সাধারণ জ্ঞানের চর্চা বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি করা এবং দ্বিতীয়ত নিবন্ধন পরীক্ষার বিষয়সূচীর সংস্কার করা। এ সংস্কারের মাধ্যমে পেশাভিত্তিক জ্ঞানের ১০০ নম্বর অপরিবর্তিত রেখে সাধারণ জ্ঞানের ১০০ নম্বরকে ৫০ করে বিভাজন করে সাধারণ জ্ঞান ৫০ ও ব্যবহারিক জ্ঞান ৫০ করা দরকার। এছাড়াও যতদিন পর্যন্ত বিপিএড সিলেবাসের সংস্কার করে সাধারণ জ্ঞানের চর্চা বৃদ্ধি করা সম্ভব না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত বিপিএড ডিগ্রিধারী শিক্ষকদের নিবন্ধন পরীক্ষার আওতাবহির্ভূত রাখতে হবে অথবা তাদের নিবন্ধন পরীক্ষার আওতায় রাখতে হলে শুধুমাত্র পেশাভিত্তিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমেই তা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে নিবন্ধন পরীক্ষা পদ্ধতি শারীরিক শিক্ষকদের বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখে দাঁড় করিয়েছে এবং শিক্ষার্থীরা বিপিএড ডিগ্রী অর্জনের ঝুঁকি নিতে অনীহা প্রকাশ করছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে ২০০5 সালের ব্যানবেইজের তথ্যানুযায়ী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমূহে রেজিস্ট্রার্ড বিপিএড শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল ৩,৪০২ জন। ২০০৭ সালে এ সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৮০০ জনে। অর্থাৎ গত ৩ বছরে শতকরা ৭৬ ভাগ বিপিএড শিক্ষার্থী কমে গেছে। এ তথ্য থেকে সহজেই অনুমান করা যায় অনতিবিলম্বে যদি নিবন্ধন পরীক্ষা সংস্কার বা বন্ধ করা না হয় তবে আগামী দু'বছরে বিপিএড শিক্ষার্থীর সংখ্যা শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়াবে। এ অবস্থা সৃষ্টি হলে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় তথা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্রীড়া শিক্ষার অনুশীলন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে, যা সুস্থ জাতি গঠনের জন্য বিরাট অন্তরায় হিসেবে দেখা দেবে।

সুস্থ শরীরে সুস্থ মন বিকাশ লাভ করে। আর সুস্থ দেহ ও মনে মেধার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয়। তাই সুস্থ, কর্মক্ষম নাগরিক গঠনে শারীরিক শিক্ষার বিকল্প নেই। একদিকে শারীরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংকট, অন্যদিকে নিবন্ধন নামক পরীক্ষা এ ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে বর্তমানে শারীরিক ও ক্রীড়া শিক্ষকের যে সংকট রয়েছে নিকট ভবিষ্যতে তা আরও প্রকট রূপ লাভ করবে এবং ভাবী জাতি গঠনে তা সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করবে। তাই বিষয়টির প্রতি সরকার ও সচেতন মহলের দৃষ্টি ফিরিয়ে শারীরিক শিক্ষা কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে বাস্তব উপযোগী করে তুলতে হবে। শারীরিক শিক্ষাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে এর কোন বিকল্প নেই।

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি